সংবাদ

তারিখ : 21 MAY 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এমপিওভুক্তির তালিকা পর্যালোচনা করার সুপারিশ

রাকিব উদ্দিন/মহসীনুল ইসলাম টুটুল

এক সপ্তাহের মধ্যে ১ হাজার ২২টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির (মান্থলি পে অর্ডার) তালিকা যাচাই বাছাই বা রিভিউ করা নিয়ে সঙ্কটে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দীন আহমেদ। তিনি নিজের প্রণীত এমপিওভুক্তির নীতিমালা লংঘন এবং এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দিনরাত নিরলসভাবে পরিশ্রম করেও নির্দিষ্ট সময়ে রিভিউ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারছেন না বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

গতকাল বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সংসদ সদস্যরা এমপিওবঞ্চিত হয়ে শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। তাদের কয়েকজন বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী এমপিওভুক্ত তালিকা রিভিউ করার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। আগামী ৭ দিনের মধ্যে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করার সুপারিশ করেছে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। কমিটির ১৩তম বৈঠকে এ সুপারিশ করা হয়। এছাড়া সদ্য ঘোষিত সুপারিশ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

সুপারিশ : পর্যালোচনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যে সব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সে বিষয়গুলো আমলে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তদন্ত করার সুপারিশ করা হয়। সংসদীয় কমিটির পক্ষ থেকে শিক্ষা উপদেষ্টাকে এমপিওভুক্তির বিষয়টি পর্যালোচনা করে যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

কমিটির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, মির্জা আজম, মওদুদ আহমদ, কাজী ফারুক কাদের, বীরেন শিকদার, মো. শাহ আলম, মু জিয়াউর রহমান, মমতাজ বেগম, শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের এক পর্যায়ে এমপিওভুক্তি নিয়ে মন্ত্রণালয় ও সংসদীয় কমিটির মধ্যে সদস্যদের মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। এসময় কমিটির সদস্যরা বলেন, আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপিদের তদবির করা কোন প্রতিষ্ঠান এমপিও পায়নি। বিএনপি-জামায়াত নেতাদের গড়া প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়েছে। এমপিও প্রদানে নীতিমালা মানা হয়নি বলেও তারা অভিযোগ করেন।

এমপিওভুক্তি প্রসঙ্গে রাশেদ খান মেনন বলেন, কমিটি মনে করে অর্থ মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এমপিওভুক্ত করার জন্য যে শর্তযুক্ত নির্দেশনা দিয়েছে তা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরও বলেন, তারা ৪০০ স্কুল, ১০টি স্কুল এন্ড কলেজসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার নির্দেশনা দিয়ে পরিপত্র দিয়েছিল, যা তাদের এখতিয়ারে নেই বলেই আমরা মনে করি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যথাসময়ে এমপিওভুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন।

সভা সূত্রে জানা যায়, শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এমপিও নীতিমালা প্রণয়ন করে দেয়ার পর নীতিমালার শর্তাবলি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা ও শর্ত পাওয়ার পর এক মাসের সময় দিয়ে আগ্রহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করা হয়। আবেদনপত্র মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের ডিও লেটার সংগ্রহ করে সব প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং সব তথ্য তৈরি করা হয়। এরপর তা যাচাই বাছাই করে সব নির্দেশনার সঙ্গে সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ২৬ এপ্রিল প্রাপ্ত নির্দেশনা মেনে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ৭ দিনে রিভিউ কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, একতরফাভাবে ৭ দিন সময় স্থির করা হয়নি। উপদেষ্টার সঙ্গে আলাপ করেই তা স্থির করেছি। কারণ আবেদন সংগ্রহ, তালিকা প্রণয়ন, বাছাই, তথ্য যাচাই বাছাই করাসহ যে কাজ করা হয়েছে সেসব কাজ এখন আর করতে হবে না। সব কাগজপত্র, ডাটাবেজ ও গ্রেডিং তৈরি করা আছে। উপদেষ্টা এখন শুধু তালিকা দেখে বাতিল বা সংশোধন করবেন এবং নতুন নাম যুক্ত করবেন। তিনি যেসব তথ্য দেখতে চাইবেন তা সবই প্রস্তুত আছে বলেও শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

এদিকে মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কয়েক দিনে সংশ্লিষ্টদের জমা দেয়া ৩৫৫টি ডিও লেটার বা চাহিদাপত্র শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দীন আহমেদের কাছে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) পাঠানো হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

রিভিউ কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হওয়া নিয়ে সঙ্কট দেখা দেয়ায় ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর ভাগ্য চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। কিন্তু ড. আলাউদ্দীন আহমেদ গণমাধ্যমকে বলছেন, যে কাজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় করেছে সাত মাসে, তা আমাকে করতে দেয়া হয়েছে সাত দিনে।

অপরদিকে এমপিওভুক্তির জন্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী সরকার দলীয় নেতা, ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাদের তদবির ও ডিও লেটার (চাহিদাপত্র) জমা পড়াও অব্যাহত আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে উপদেষ্টার কার্যালয়েও নিয়মিত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী নেতাদের ডিও লেটার জমা পড়ছে বলেও সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর চলতি মাসের ১৭ তারিখের চিঠি অনুযায়ী আগামী সোমবারের মধ্যে রিভিউ কার্যক্রম পুরোপুরি সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলেও সদ্য ঘোষিত এমপিওভুক্তির তালিকা চলতি বছরে বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়বে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আজ এবং আগামীকাল সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় আগামী রোববার এবং সোমবারের মধ্যে রিভিউ কার্যক্রম ও নতুন ৩৫৫টি ডিও লেটার যাচাই বাছাই করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

সম্প্রতি প্রকাশিতব্য ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় সিলেট জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি শিক্ষা উপদেষ্টা ভালভাবে খতিয়ে দেখছেন বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত মাসের ৩ তারিখে সিলেট জেলা সফরকালে জেলায় মোট ৮৪২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২৭২টি দাখিল মাদ্রাসার

এই বিভাগের জেলাগুলোতে শিক্ষার মান, শিক্ষার্থী এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অন্য যে কোন বিভাগের তুলনায় সর্বনিম্ন। সেই প্রেক্ষাপটে গত মাসের ২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান দেশের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষকমণ্ডলী এমপিওভুক্তি প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কয়েকটি নির্দেশনা পাঠায়। নির্দেশনায় বলা হয়, ১. দেশের যে সব উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা অনুযায়ী সমসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে, সে সব উপজেলায় নতুন করে এমপিও না দেয়া। ২. গত সরকারের আমলে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে কম কৃতিত্বধারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও দেয়া হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে কম পারফরম্যান্সধারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও দেয়া। ৩. প্রাপ্যতা না থাকলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকলে জনবল কাঠামো অনুযায়ী নতুন শাখা খোলার অনুমতিসহ শিক্ষক এমপিও দেয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

এছাড়া সিলেট, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় প্রাপ্যতা থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক এমপিওভুক্ত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়। তবে, সিলেট বিভাগে শিক্ষার মান নিম্ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম থাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিও দেয়ার জন্যও অনুরোধ করা হয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, রিভিউ'র নামে কোন যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যদি তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয় এবং ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা যদি আদালতের আশ্রয় নেয় তাহলে এমপিওভুক্তির পুরো প্রক্রিয়া এমনিতেই ঝুলে যাবে। ফলে সংশ্লিষ্ট কারণে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই চরম অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন অরাজকতা সৃষ্টির দায়ভার শিক্ষা মন্ত্রণালয় বহন করবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির গতকালের সভায় এমপিও ছাড়াও দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ঢাকা অঞ্চলের উপ-পরিচালক রেবেকা সুলতানাকে অপসারণের পরামর্শ দেয়া হয়।